ডিজিটাল বাংলাদেশ ও বিটিআরসি

মোস্তাফা জব্বার

টেলিকম খাতে ২০১৩ সালের মে মাসের সবচেয়ে বড় ঘটনাটি ছিল বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন তথা বিটিআরসির ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারনেট গেটওয়েতে ব্যান্ডউইডথের আপলোড নিয়ন্ত্রণ করা। ১৬ মে দেয়া এক আদেশে এ সংস্থাটি ইন্টারনেটের আপলোড লিমিট দুই ঘণ্টার জন্য শতকরা ১০ ভাগ ও অনির্ধারিত সময়ের জন্য শতকরা ২৫ ভাগে নির্ধারণ করে। বিটিআরসির কর্মকর্তারা এ নির্দেশের কথা স্বীকার করেছেন। পত্রিকায় প্রকাশিত খবর অনুসারে ১৭ মে (আন্তর্জাতিক টেলিকম দিবস) ও ১৮ মে বাংলাদেশের ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা আপলোডের সমস্যায় পড়ে এবং বিটিআরসির এ সিদ্ধান্ত তুমুলভাবে সমালোচিত হতে থাকে। সরকারের জন্য এটি ছিল বিব্রতকর একটি অবস্থা। বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতিসহ অনেকেই লিখিতভাবে বিটিআরসির এ তুঘলকি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে। বিটিআরসির মতে, আপলোড যদি ১০ ভাগে নামানো যায় তবে ভিওআইপি অপারেশন কঠিন হয়ে পড়ে। অন্যদিকে ব্যবহারকারীদের মতে, আপলোড গতি যদি কমপক্ষে শতকরা ৫০ ভাগে না থাকে, তবে ইন্টারনেট ব্যবহারের গতি অস্বাভাবিকভাবে কমে যায়। নানা ধরনের সমালোচনার চাপে বাধ্য হয়ে বিটিআরসি অবশেষে ব্যান্ডউইডথ নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করে।

বিটিআরসির সিদ্ধান্তে বন্ধ হওয়া ইউটিউবও এখন পর্যন্ত ব্যাপক সমালোচিত একটি বিষয়। এর আগে বিটিআরসি ফেসবুকও বন্ধ করে দেয়। বিটিআরসির এসব আচরণ হচ্ছে মাথাব্যথার জন্য মাথা কেটে ফেলার মতো সিদ্ধান্ত। সরকার যখন ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ঘোষণা দিয়েছে এবং সেই লক্ষ্যে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে, তখন বিটিআরসি এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়ে বস্তুত সরকারের ঘোষিত নীতি ও কর্মসূচির বিপক্ষেই কাজ করছে। এসব সিদ্ধান্ত নিয়ে বিটিআরসি বস্তুত সরকার সম্পর্কে জনগণকে ভুল সঙ্কেত দিচ্ছে। বুঝে উঠতে পারছি না, সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা সরকারি দল এ বিষয়ে সঠিক দিকনির্দেশনা কেনো দিতে পারছে না।

তাৎক্ষণিকভাবে ঘটে যাওয়া এ বিষয়গুলোর বাইরেও বিটিআরসির সাথে ডিজিটাল বাংলাদেশের সম্পর্কগুলো নিয়ে কিছুটা আলোচনা করার প্রয়োজন রয়েছে। আমি খুবই কৃতার্থ হব যদি বিটিআরসির কর্মকর্তারা আমার এ লেখাটি পাঠ করেন এবং তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন।

বিটিআরসি প্রতিষ্ঠিত হয় ২০০১ সালের ১৮ নম্বর আইনের আওতায়। ৩১ জানুয়ারি ২০০২ প্রতিষ্ঠানটি কাজ শুরু করে। গত ১১ বছর ধরে বাংলাদেশের টেলিকম খাতে এর কার্যক্রম নানাভাবে সমালোচিত হয়ে আসছে। দেশের টেলিকম খাতের নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও এ খাতের সমৃদ্ধিতে সহায়ক পরিবেশ তৈরির ব্যাপারে এ সংস্থার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এরই মাঝে সংস্থাটি মোবাইল টেলিকম ও ইন্টারনেটের নানা খাতে অনেক গুরুত্বপর্ণ কাজ করেছে। এ সংস্থার চেয়ারম্যান মারগুব মোর্শেদ একে দেশবাসীর আকাঙ্ক্ষার প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। এর চেয়ারম্যান মঞ্জুর আলম এ সংস্থাটিকে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। অন্য চেয়ারম্যান মরহুম জিয়া আহমেদ এর পরিধিকে বহুদূর বিস্তৃত করেন। তার আমলে বিটিআরসি ডিজিটাল বাংলাদেশ থিম সং তৈরি করেছে এবং সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি বাস্তবায়নে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেছে। সেই সময় বিটিআরসিকে প্রযুক্তির প্রসারে ব্যাপক উদ্যোগী হতে দেখেছি। একই সাথে সভা-সেমিনার করে ডিজিটাল বাংলাদেশ ধারণাকে সবার কাছে পৌঁছাতে বিটিআরসি চমৎকার ভূমিকা পালন করত। কিন্তু এখন সেই বিটিআরসি আর নেই। একদিকে সরকার বিটিআরসির ক্ষমতা খর্ব করেছে, অন্যদিকে বিটিআরসি নিজেই ঠুঁটো জগন্নাথে পরিণত হয়েছে। এখন মনে হচ্ছে এটি এখন একটি মৃতপ্রায় সংস্থা।

প্রাসঙ্গিক বলেই এর ভূমিকার সাথে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে ওঠার অনেক সম্পর্ক রয়েছে। বিটিআরসির সাথে বিশেষত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যেসব প্রধান বিষয় সংশ্লিষ্ট রয়েছে, তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা তৈরি করেছি। এ বিষয়গুলোর কোনো কোনোটা সংক্ষেপে বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতির পক্ষ থেকে বিটিআরসিকে জানানো হয়েছে।

সাধারণ বিষয়

ইন্টারনেটের স্পিড নিয়ন্ত্রণ : আইনি ক্ষমতাবলে ইন্টারনেট গেটওয়ের মাধ্যমে বিটিআরসি এ কাজটি করে থাকে। এরা মূলত ভিওআইপি ঠেকানোর জন্য এ পথটি বেছে নেয়। যদিও ভিওআইপি নিয়ন্ত্রণ করা জাতীয় স্বার্থে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তথাপি সার্বিক বিবেচনায় ইন্টারনেটের গতি নিয়ন্ত্রণ করে ভিওআইপি নিয়ন্ত্রণ করার পথটি কারও কাছে গ্রহণযোগ নয়। ফলে বিটিআরসিকে এ পথ পরিহার করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই বিটিআরসি ভিওআইপি নিয়ন্ত্রণ বা বন্ধ করার জন্য ইন্টারনেটের ব্যান্ডউইডথ কমাতে পারে না। ভিওআইপি ঠেকানোর জন্য তাদেরকে অন্য উপায় খুঁজে বের করতে হবে।

ইউটিউবসহ ইন্টারনেটের সব সুবিধা অবারিত করা : আমরা সবাই জানি, বাংলাদেশে এখনও ইউটিউব বন্ধ রয়েছে। এতে একটি ধর্মকে আঘাতকারী ভিডিও থাকার প্রেক্ষিতে এটি বন্ধ করা হয়। বিটিআরসি ইউটিউব কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে এর সমাধান করতে পারেনি। এর আগে ফেসবুক বন্ধ করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বা ধর্ম অবমাননা বা সাম্প্রদায়িকতাসহ পর্নোগ্রাফি রোধ করা ও অন্যান্য ক্ষতিকর অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য ইন্টারনেটের মনিটরিং করার প্রয়োজন রয়েছে। এটি একটি মুক্ত মাধ্যম বলেই এখানে যা খুশি তা করা সমর্থনযোগ্য নয়। সভ্য সমাজ মানেই নিজের স্বাধীনতার পাশাপাশি অন্যের অধিকারকে রক্ষা করে জীবনযাপন করা। নিজেদের ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি ও জীবনবোধ রক্ষা করার অধিকার সবারই রয়েছে। ইন্টারনেট সেই সভ্য সমাজেরই একটি অংশ। সেখানেও সেটি মানতে হবে। প্রচলিত আইনকানুন মেনেই আমরা এ প্রযুক্তিকে ব্যবহার করব। এজন্য ফিল্টারিং বা মনিটরিং করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কিন্তু মনিটরিং করার নামে ইউটিউব বা ফেসবুক বন্ধ করা মোটেই কাম্য নয়। এরই মাঝে সরকারকে এসব কাজ করতে হয়েছে। সরকার সম্ভবত ইন্টারনেট ফিল্টারিং করার বিষয়ে সফটওয়্যার ইনস্টল করার কথা ভাবছে। এরই মাঝে সম্ভবত ইওআই চাওয়া হয়েছে। যদিও তথ্যমন্ত্রী বলেছেন, দুই মাসের মাঝেই ইউটিউব খুলে দেয়া হবে। তবে বাস্তবতা হচ্ছে অন্তত চার মাস আগে সফটওয়্যারটি পাওয়া নাও যেতে পারে। ফলে সেই পর্যন্ত অপেক্ষা করার প্রয়োজন রয়ে গেছে। কিন্তু এটিও মনে রাখা দরকার, সফটওয়্যার পেলেই সমস্যার সমাধান হবে না।

একই সাথে এ বিষয়টিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে ফিল্টারিংয়ের নামে মৌলিক, বাক ও ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা যাবে না। মনিটরিং করার নামে ব্যক্তি অধিকারে হস্তক্ষেপ করা যাবে না। রাজনৈতিক কারণে মনিটরিং করা ও ফিল্টারিং করাও গণতন্ত্রের সহায়ক নয়। তবে ডিজিটাল অপরাধ, মিথ্যা তথ্য, গুজব, অপপ্রচার, মানহানি, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ইত্যাদি প্রতিরোধ করাও রাষ্ট্রের দায়িত্ব। বিটিআরসি রাষ্ট্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা হিসেব সেই কাজটি ▸

করতে পারে। আমি প্রস্তাব করি, এজন্য একটি জাতীয় কমিটি থাকা উচিত যারা সরকারকে এ বিষয়ে পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা দেবে।

ইন্টারনেটের মূল্য কমাতে হবে : বাংলাদেশে টেলিকম খাতে মূল্য নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি বিটিআরসির হাতে। এরা প্রায় সব খাতেই দাম ঠিক করে দেয়। অন্তত দামের সর্বোচ্চ মাত্রাটা তারা নির্ধারণ করে থাকে। এমনকি মোবাইল অপারেটরেরা কোনো প্যাকেজ ঘোষণার আগে এ সংস্থার অনুমোদন নেয়। অথচ ইন্টারনেটের দাম লাগামহীন। বিটিআরসি ১ এমবিপিএস ব্যান্ডউইডথের দাম সর্বোচ্চ ৮ হাজার টাকা বেঁধে দিলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে ১ জিবি ডাটা ২১ হাজার টাকায় বিক্রি করা হয়। অথচ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি এখন ব্যান্ডউইডথের দাম ৪ হাজার ৮০০ টাকায় নামিয়ে এনেছে। ব্যবহারকারী পর্যায়ে ইন্টারনেটের দাম সেই তুলনায় কমেনি। বরং ব্যান্ডউইডথের দাম যতই কমানো হোক না কেনো ইন্টারনেটের খুচরা দাম কমছে না। এ অবস্থায় বিটিআরসি উটপাখির মতো চোখ বন্ধ করে রেখে চলতে পারে না। অন্যদিকে ইন্টারনেটের প্যাকেজের নামে প্রকৃত স্পিড না দিয়ে ইন্টারনেটের যেসব সেবা দেয়া হচ্ছে সেসব বিষয়েও বিটিআরসি কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। এ প্রসঙ্গে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখা দরকার। দেশের রাজধানী শহরের বাইরে যেখানেই ব্যান্ডউইডথ নেয়া হোক, তার জন্য বাড়তি চার্জ গুনতে হয়। সরকার যদি ডিজিটাল ডিভাইড না রাখতে চায়, তবে এ বাড়তি ব্যয় থেকে ইন্টারনেট সেবাদানকারীদেরকে রক্ষা করতে হবে। বিটিআরসি এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বর্তমানে ইন্টারনেট ব্যবহারের ওপর শতকরা ১৫ ভাগ ভ্যাট রয়েছে। বিটিআরসির দায়িত্ব হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার স্বার্থে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে ইন্টারনেটের ওপর ভ্যাট শূন্য করার সুপারিশ করা। বিটিআরসি শিক্ষা খাতে বিনামূল্যে ইন্টারনেট দেয়ার সুপারিশও করতে পারে।

বিনামূল্যে ৮০০ মেগাহার্টজ স্পেকট্রাম বরাদ্দ বাতিল করতে হবে : বাংলাদেশে বলেই সম্ভবত এমন একটি ঘটনা ঘটেছে। বিটিআরসি একটি প্রতিষ্ঠানকে ৮০০ মেগাহার্টজ স্পেকট্রাম বিনামূল্যে বরাদ্দ দিয়েছে। খবরে প্রকাশ, এ প্রতিষ্ঠানটিকে বিনামূল্যে স্পেকট্রাম বরাদ্দ দেয়ার সুপারিশ করেছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই। অথচ ২০১৩ সালের মার্চ মাসে আমেরিকা এ ব্যান্ডউইডথ ১৯ বিলিয়ন ডলারে বিক্রি করেছে। ইউরোপেও ২/৩ বিলিয়ন ডলারে এ ব্যান্ডউইডথ বিক্রি করা হয়েছে। বাংলাদেশে এটি বেশ চড়াদামে বিক্রি করা যেত। প্রধানত সামরিক বাহিনীর ব্যবহার্য এ ব্যান্ডউইডথ বিনামূল্যে বরাদ্দ করে একদিকে রাষ্ট্রীয় ক্ষতি করা হয়েছে, অন্যদিকে বিদ্যমান অপারেটরদের সাথে অসম প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করা হয়েছে। দেশের ওয়াইম্যাক্স অপারেটরেরা বিনামূল্যের এ ব্যান্ডউইডথের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছে না। এমনকি প্রযুক্তিগত প্রতিযোগিতাতেও ওয়াইম্যাক্স অপারেটরেরা বেকায়দায় রয়েছে। বিষয়টি এতটাই জটিল যে তা দেশের সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে। আদালতের রায়ের ওপর নির্ভর করে দেয়া বরাদ্দ সম্পর্কে বিটিআরসিকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তবে আমরা মনে করি ৮০০/৯০০/১০০ মেগাহার্টজের স্পেকট্রাম রাষ্ট্রীয় সম্পদ। এ সম্পদ কাউকে ফ্রি দেয়া উচিত নয়। এখান থেকে প্রাপ্ত অর্থ দেশের কল্যাণে, যেমন ডিজিটাল ডিভাইড দূর করতে ব্যয় করা উচিত। অন্যদিকে যদি এ তরঙ্গ বিনামূল্যে দেয়া হয়, তবে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইন্টারনেটের প্রসারের জন্য দিতে হবে। কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রতি রাষ্ট্র কোনো আনুকূল্য প্রদর্শন করতে পারে না। আমরা জেনেছি, এরা ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্রে ইন্টারনেট সেবা দেয়ার নাম করে এ তরঙ্গ বরাদ্দ নিয়েছে। এটুআই সম্ভবত এ অজুহাতেই সুপারিশ করেছিল। কিন্তু এখন পর্যন্ত এরা সেই কাজের সীমানা রাজধানীতেই সীমিত রেখেছে। এ অপব্যবহার কোনোমতেই মেনে নেয়া যায় না। আমরা বিটিআরসির মতো জাতীয় প্রতিষ্ঠান বা এটুআইয়ের মতো প্রতিষ্ঠানকে এ ধরনের দুর্নীতিমূলক কাজে যুক্ত থাকতে দেখতে চাই না।

অবাধ তথ্যপ্রবাহের যুগে ইন্টারনেটের ইতিবাচক ব্যবহার যেমন রয়েছে, তেমনি কিছু দুষ্কৃতিকারী ইন্টারনেটের মাধ্যমে নানা ধরনের ডিজিটাল অপরাধ সংঘটিত করছে– যা ব্যক্তি, সমাজ, সরকার ও রাষ্ট্রের জন্য হুমকিস্বরূপ। বিষয়টিকে জরুরিভিত্তিতে বিবেচনা করতে হবে। এজন্য বিটিআরসি বেশ কিছু ব্যবস্থা নিতে পারে।

০১. নিবন্ধন ছাড়া কোনো সিম বা ইন্টারনেট সংযোগ বিক্রি করা যাবে না। বিদ্যমান অনিবন্ধিত সিম বা সংযোগ বাতিল করতে হবে ও এ ধরনের বেচাকেনার সাথে যুক্ত লোকদের বিরুদ্ধে চরম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। এ ব্যবস্থাটি বিটিআরসিকে অবৈধ ভিওআইপি দমনেও সহায়তা করবে। বিষয়টির বিদ্যমান অবস্থা দেখে মনে হয়, বিটিআরসি যেনো এ ব্যাপারে চোখ বন্ধ করে বসে আছে। ডিজিটাল অপরাধ দমন করার জন্য বিটিআরসিকে ভিওআইপি বন্ধসহ আরও একটি জরুরি কাজ করতে হবে। এখন বাইরে থেকে ভিওআইপির নামে পরিচয়হীন নাম্বারে ফোনকল আসে। এসব কলের সহায়তায় ডিজিটাল অপরাধ, যেমন হুমকি, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস, অপপ্রচার ইত্যাদি করা হয়। বিটিআরসি-কে এসব কল আসা বন্ধ করতে হবে। এর ফলে পরিচয়হীনভাবে ডিজিটাল অপরাধ করা সীমিত হয়ে যাবে। ০২. বর্তমানে বাংলাদেশের প্রচলিত আইনগুলোর সাথে আইসিটি আইন ২০০৬ ডিজিটাল অপরাধ প্রতিরোধ করার জন্য ব্যবহার হয়। এ আইনে ডিজিটাল অপরাধ দমন করার পর্যাপ্ত বিধান না থাকায় এর জন্য নতুন আইন প্রণয়ন করতে হবে। বিটিআরসি নতুন আইনটির খসড়া তৈরি করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে সেটি সংসদে উপস্থাপন করতে বলতে পারে। ০৩. দেশে এখন যত ধরনের ডিজিটাল অপরাধ ঘটছে তাতে বিটিআরসি কোনো ভূমিকাই পালন করছে না। যাদের হাতে মোবাইল ও ইন্টারনেট নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব, তারা এভাবে চুপ করে থাকতে পারে না। আমরা বিটিআরসির হাতে ডিজিটাল অপরাধ দমনে দেশে বিদ্যমান আইনের প্রয়োগ চাই। বিটিআরসি এজন্য একটি জাতীয় টাস্কফোর্স গঠন করতে পারে। ০৪. বর্তমানে ডিজিটাল অপরাধ, মোবাইল সেবা ও ইন্টারনেট সেবা বিষয়ক অভিযোগ করার জন্য কোনো সুযোগ নেই। বলা হয়ে থাকে, বিটিআরসির এমন কেন্দ্র রয়েছে। কিন্তু সাধারণ ব্যবহারকারীরা সেই অভিযোগ কেন্দ্র খুঁজে পায় কি না, তাতে সন্দেহ আছে। এজন্য বিটিআরসিকে দেশব্যাপী সাধারণ মানুষের কাছে সহজলভ্য অভিযোগ কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। ০৫. বাংলাদেশে ডিজিটাল সিস্টেমের নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা নেই। এখানে হ্যাকিং একটি অতি সাধারণ ঘটনা। এজন্য ডিজিটাল সিস্টেমের নিরাপত্তার বিষয়েও বিটিআরসিকে জরুরি ব্যবস্থা নিতে হবে। এজন্য প্রচলিত আইনেরও সংশোধন করতে হবে। বিটিআরসি সেই সংশোধনী তৈরি করে দিতে পারে। ০৬. এটি একটি সাধারণ অভিযোগ যে, বাংলাদেশের মোবাইল অপারেটরেরা পাইরেসির সাথে যুক্ত। বিশেষ করে সঙ্গীত শিল্পে পাইরেসির সাথে তাদের ব্যাপক সম্পর্ক রয়েছে। বিটিআরসি নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। পাইরেসি বন্ধ করা না হলে দেশের সঙ্গীতশিল্প বলে আর কিছু থাকবে না।

কিছুদিন আগে বিটিআরসি মূল্য সংযোজন সেবা বিষয়ে একটি নীতিমালা তৈরি করেছিল। দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেই নীতিমালাটি এখন কোল্ড স্টোরেজে রয়েছে। বিটিআরসি এ বিষয়ে কোনো কথা বলছে না। সম্ভবত মোবাইল অপারেটরদের চাপে এরা নীরবতা পালন করছে। কিন্তু দেশের সফটওয়্যার খাতের বিকাশের জন্য এ নীতিমালাটি প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা জরুরি।

নিবন্ধটি শেষ করার আগে দেশে থ্রিজি চালু করার ক্ষেত্রে বিটিআরসি ও টেলিকম মন্ত্রণালয়ের অমার্জনীয় ব্যর্থতার দিকে দৃষ্টি দিতে পারি। আমি স্মরণ করতে পারি, ২০০৮ সালে মঞ্জুর আলম চেয়ারম্যান থাকাকালেই থ্রিজি চালু করার জন্য বিটিআরসি প্রস্তুত ছিল। কিন্তু এ সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিটিআরসি শম্বুকগতিতে সেই কাজটি শুরু করে। এক সময় টেলিকম মন্ত্রণালয় বিটিআরসির ক্ষমতা খর্ব করে। তারপরও বছরখানেক আগে বিটিআরসি থ্রিজির গাইডলাইন মন্ত্রণালয়ে জমা দিলেও মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব করে। মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের পরও বিটিআরসি থ্রিজির নিলাম বারবার পিছিয়ে দিচ্ছে। এর ফলে রাষ্ট্রের যে আর্থিক ক্ষতি হয়েছে তারচেয়েও বড় ক্ষতি হয়েছে দেশের অগ্রযাত্রার। আমি মনে করি, থ্রিজি বিষয়ে বিটিআরসি ও মন্ত্রণালয়ের ব্যর্থতার জন্য জাতি কমপক্ষে চার বছর পিছিয়েছে। কামনা করি, সব ব্যর্থতা অতিক্রম করে বিটিআরসি সফলতার সাথে টেলিকম খাত তথা আইসিটি খাতকে সামনের দিকে নিয়ে যাবে কজ

ফিডব্যাক : www.bijoydigital.com